দৈনিক বাংলা

১৭৪

তারিখ 30 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ বিবৃতি ঃ সংসদে বিরোধী দল

সুপরিকল্পিতভাবে একটি ছাত্র সংগঠন শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করছে ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে বলেন যে, সন্ত্রাস একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন এবং রাজনৈতিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

গত রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুক যুদ্ধ ও ছাত্র হত্যার ঘটনা সম্পর্কে গতকাল ৩০০ বিধি অনুযায়ী সংসদে দেয়া এক বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার লিখিত বিবৃতিতে গত রোববারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দল ছাত্রের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ ও ছাত্র হত্যার ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, গত ২৭শে অক্টোবর বেলা পৌনে ১ টায় ছাত্রলীগের একদল সশস্ত্র ছাত্র, তাদের সহযোগী ডাঃ মিলন হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ে ডাকসু অফিসে অতর্কিতে হামলা চালায়। এসময় ডাকসুর জিএস খায়রুল কবীর খোকন ও ডাকসুর অন্যান্য নেতা সেখানে ছিল। হামলায় ছাত্রদলের মীর্জা গালিবুর রহমান ও লিটন নিহত হয়।

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করছে ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

পরবর্তী কালে একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালকেরও হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করা হয় এবং কয়েকটি হলে তল্লাশী চালিয়ে ৪টি পাইপগান ও ৪টি গুলী উদ্ধার করা হয়।

মন্ত্রী আরো বলেন যে, একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের বিস্তৃতি ঘটিয়ে সারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীর জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দেয়ার সময় আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা একযোগে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে থাকেন। এসময় সংসদে তুমুল হৈ চৈ হয় এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য হৈ চৈ এর মধ্যে তলিয়ে যায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, এ ঘটনার জের হিসাবে নড়াইল, সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগ কর্তৃক ছাত্রদলের উপর হামলার খবর পাওয়া গেছে।

মন্ত্রী বিবৃতিতে বলেন যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জাতি আজ এক সংকট জনক অবস্থানের সম্মুখীন হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ক্ষুন্ন হচ্ছে, সেশন জট সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে দেশ এবং শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা সবাই দায়ী থাকব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ সংসদের ভেতরের ও বাইরের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার বৈঠক এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সবাই তাকে সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি বলেন, কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে সন্ত্রাস বন্ধের প্রচেষ্টা চালাব।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ইট পাটকেল ছোড়াছুড়ি সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক এর একটি রিপোর্ট সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দৈনিক ইত্তেফাক কাল্পনিক ঘটনার রিপোর্ট করেছে। প্রধানমন্ত্রী সেখানে গেলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

অজ্ঞাত পরিচয় টোকাইর লাশ দাফনের কি করা হবে এ সম্পর্কে জনাব রাশেদ খান মেনন জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, অজ্ঞাত পরিচয় বালকের আত্মীয় স্বজনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। না পাওয়া গেলে সরকার থেকে তার দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির পর আওয়ামী লীগের জনাব তোফায়েল দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে অত্যন্ত আপত্তিকর এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণ একটি বিবৃতি বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তারা এ ধরনের বিবৃতি আশা করেননি।

তিনি বলেন, মীর্জা গালিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল না। জহুরুল হক হলের ছাত্র চুন্নু হত্যার সঙ্গে মীর্জা গালিব জড়িত ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। অভি, ইলিয়াছ প্রমুখ বিএনপির সৃষ্টি বলে তিনি অভিযোগ করেন। সুগন্ধায় চিহ্নিত অপরাধী এবং মন্ত্রীর গাড়ীতে বিভিন্ন হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ঘুরে বেড়ায়।

তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে অসত্য এবং একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য নয় বলে মন্তব্য করেন। জনাব তোফায়েল বলেন, আমরা দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেভাবে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং সমঝোতার পরিবেশকে নষ্ট করেছে।

জনাব তোফায়েল আহমদের বক্তব্যের পর বিএনপির কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, কার্যপ্রণালী বিধির ৩০০ ধারায় মন্ত্রীর বিবৃতির পর জনাব তোফায়েল আহমদকে পাল্টা বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া উচিত হয়নি। এতে একটি খারাপ নজীর স্থাপিত হয়েছে।

সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন কর্নেল (অবঃ) আকবরের বক্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ এবং সংসদে মন্ত্রীর বিবৃতি প্রদান সংক্রান্ত বিধির প্রতি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনাব তোফায়েল আহমদের বক্তব্য সংসদের কার্যবিবরনী থেকে বাদ দিতে স্পীকারের প্রতি অনুরোধ করেন। এসময় আওয়ামী লীগ সদস্যরা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান।

স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী সরকারী দলের চীফ হুইপ ট্রেজারী বেঞ্চের ক্ষুব্ধ সদস্যদের উদ্দেশে বলেন যে, আগামীকাল শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস দমন সম্পর্কিত বিশেষ সংসদীয় কমিটির যে বৈঠক হবে তা যাতে সুষ্ঠু পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং একটি সমঝোতার মাধ্যমে যাতে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় সেরকম একটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই তিনি জনাব তোফায়েল আহমদকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির পর বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছেন। স্পীকারের এই বক্তব্যের পর ট্রেজারী বেঞ্চ শান্ত হয়। তবে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান আওয়ামী লীগ সদস্যদের তীব্র প্রতিবাদ ও হৈ চৈর মধ্যে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। এর পর বিরোধীদলীয় উপনেতা জনাব আবদুস সামাদ আজাদ ও চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম, শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং জাতীয় পার্টির জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলে স্পীকার তাদেরকে অনুরোধ জানিয়ে নিবৃত্ত রাখেন। এরপর সংসদ শান্ত হয় এবং দিনের কর্মসূচীর পুনরারম্ভ হয়।